

“পড়ো, তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন”



সাইফি আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

সরকার অনুমোদিত স্কুল কোড: ১৪৩৩ কলেজ কোড: ১২৭৪ EIIN-137786

(বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সন)

[বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা]

প্রসপেক্টাস



সাইফি ফাউন্ডেশন (শিক্ষা, সেবা ও জনকল্যাণমুখী স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক পরিচালিত।

১৯/২, শেখ সাহেব বাজার রোড, আজিমপুর (ছাপড়া মসজিদের দক্ষিণে), ঢাকা-১২০৫

Web : www.safir.edu.bd; www.facebook.com/safiridealcollege

E-mail : safiridealcollege@gmail.com; Phone : 9667104, 01712141870

<http://deb137786.dhakaeducationboard.gov.bd>



প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের বার্তা

আসসালামু আলাইকুম,

সাকির আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ এর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। “শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড”। বলা আবশ্যিক, আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার বিদ্যমান। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শুধু পাশের দিকে লক্ষ্য থাকে। আসলে, শিক্ষার অন্তরঙ্গ আর গলধকরণ করা এক কথা নয়। শিক্ষাকে হাতে হাবে চমকপ্রদ, জীবননিষ্ঠ ও আনন্দদায়ক। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাকে বিনোদনের মাধ্যমে পাঠদান পদ্ধতি হিসেবে হাতে নিয়েছে, যাতে একজন শিক্ষার্থী শুধু ভাল ফলাফল নয়, সাথে সাথে একজন আদর্শবান ও সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। এই প্রত্যাশায় দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রতিযোগিতাপূর্ণ এ বিশ্বে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে যোগ্য মানব-সম্পদ তৈরির ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই বিদ্যাপীঠের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষ আপনাদের সুস্বাস্থ্য ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছেন।

চেয়ারম্যান

এইচ.এম. শাহীদুল্লাহমান জুইয়া

বি.এস.সি (অনুল) এম.এম.সি (গণিত) বি.এড (সে প্রেপি) MCSA

সাইফি ফাউন্ডেশন

প্রাক্তন সহকারি অধ্যাপক (গণিত)

কোডা কলেজ, ইউডা বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষক, ঢাকা শিক্ষাবোর্ড



অধ্যক্ষের বাণী

“ভূমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে” কবির এই চিরন্তন বাণী আমাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখে, আমরা একজন শিশুকে কীভাবে, কেমন করে, কী পরিবেশে ভবিষ্যতে গড়ে তুলতে চাই? বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী ধ্বনিত হচ্ছে একটি শ্লোগান “সবার আগে শিশু”। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ববাস্তবতার প্রেক্ষাপটে মানুষ এখন শিশুদের সন্ধান করে চলেছে। মানব জীবনের শিকড় হচ্ছে শৈশবকাল। পরবর্তী সময়ের বিকাশ মূলত নির্ভর করে এ সময়ের গঠন পদ্ধতির উপর। এ কারণে উন্নত জাতিসমূহ অনেক আগে থেকে গুরুত্ব দিয়েছে শিশু শিক্ষাকে এবং এর সুফলও পেয়েছে তারা তাত্ক্ষণিকভাবে। আজকে আমরা উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষ ঈর্ষার চোখে তাদের নিকে তাকাই। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচরণ ও বিস্ত-বৈভব আমাদের দৈন্যতাকে আরও প্রকট করে তোলে। তথাপি আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয় না। আমাদের জাতিগত দুর্ভাগ্য এই যে, এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা আজ সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। আর এ অবস্থা থেকে উত্তরণের আশায় ২০১০ সালে শুরু হয় **সাক্ষির আইডিয়াল স্কুলের** যাত্রা এবং ২০১৫ সালে শুরু হয় **সাক্ষির আইডিয়াল কলেজের** যাত্রা। জনবিখ্যাত চিন্তাবিদ বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, “যে ব্যক্তি শিশুকে সম্মান করে না তার বাবা-মা বা শিক্ষক হবার যোগ্যতা নেই”। তাই আধুনিক শিক্ষা, আলোকিত মানুষ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে **সাক্ষির আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ** এর আপামীর পদচারণা।

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

শাহীমা আক্তার

বি.এ.সি. (কলা) এবং বি.এ.সি. (সি.এসসি), এম.এ. (সি.এসসি), এম.এ. (সি.এসসি)



বর্তমান অবস্থান

২০১০ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে ত্র্যমগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ অনন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে রয়েছে শিক্ষার চারটি পূর্ণাঙ্গ স্তর - প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃত মর্যাদাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন সাইফি ফাউন্ডেশন।

সাইফি ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো **সাইফি আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ**। মানসম্মত আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে **সাইফি আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের** যাত্রা শুরু হয়েছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দক্ষ যোগ্য ও সুনামগরিষ্ঠ তৈরির লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে **সাইফি আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ**।

সুশিক্ষিত হলো সমৃদ্ধ জাতির পূর্বশর্ত। “সুশিক্ষায় সুনামগরিষ্ঠ” শ্লোগানকে সামনে রেখে **সাইফি আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ** তার পথচলা শুরু করেছে। আলোকিত মানুষ তৈরির মহান ব্রত নিয়ে এ পথচলা অব্যাহত থাকবে। আমরা মনে করি শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা সম্ভব। ফলশ্রুতিতে বিনির্মাণ হবে সুশিক্ষিত জাতি। আর সুশিক্ষিত জাতিই সমৃদ্ধ দেশ গঠন করতে পারে।

সমাজের সকল ধর্ম, বর্ণ, সকল শ্রেণির মানুষের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত সাইফি ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ একাদশ শ্রেণির মানের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত সাইফি ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ একাদশ শ্রেণি চালুর মাধ্যমে কলেজে উন্নীত করা হয়। ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা চালুসহ এ অঞ্চলে যুগোপযোগী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে “**সাইফি আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ**” নামে একটি স্বতন্ত্র কলেজে রূপান্তর করা হয়। এতে **সাইফি আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ** দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে।

সুশিক্ষিত জাতি গঠন, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, সুন্দর ও সৃষ্টিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং যে কোন জাতীয় দায়িত্ব পালনে **সাইফি আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ** তার আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

গভর্নিংবডি

সাইফি ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ পরিচালিত সমাজের বিত্তবান, সমাজসেবী, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গসহ অভিজ্ঞ অধ্যক্ষ, শিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত একটি সুদক্ষ গভর্নিংবডি।

সাইফি আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ পরিচালনা পর্ষদ:

- ১। এইচ.এম. শাহীদুল্লাহমান ভূঁইয়া, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।
- ২। শামীমা আক্তার, অধ্যক্ষ (সদস্য সচিব)
- ৩। সফিউদ্দিন আহমেদ (সাধারণ শিক্ষক সদস্য)
- ৪। জিয়াউর রহমান (সাধারণ শিক্ষক সদস্য)
- ৫। কাউসার আফ্রাদ (অভিভাবক সদস্য)
- ৬। মোঃ আলমগীর (অভিভাবক সদস্য)
- ৭। মনিজা হোসেন জুমা (সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য)



শিক্ষক-শিক্ষিকা পরিচিতি

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষক শিক্ষার মেরুদণ্ড। তাই **মাফির আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ** কর্তৃপক্ষ নিয়োগ দিয়েছেন একদল তরুণ, পরিশ্রমী, মেধাবী ও উচ্চমানের শিক্ষক, যাদের রয়েছে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের গভীরতা ও দক্ষতা। আমাদের শিক্ষকগণ নিজ নিজ দক্ষতা ও বোগ্যতায় গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম।

অধ্যক্ষ, প্রভাষক, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের নামের তালিকা:

- ১। শামীমা আক্তার - অধ্যক্ষ (প্রভাষক)
- ২। সফিউদ্দিন আহমেদ সুমন - উপাধ্যক্ষ (প্রভাষক)
- ৩। মোঃ মিলন হোসাইন - প্রভাষক (বাংলা)
- ৪। মোঃ মহিউদ্দিন - প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
- ৫। তানিয়া আক্তার - প্রভাষক, পবিত্র বিভাগ
- ৬। মোঃ স্বপন কুইয়া - প্রভাষক, পল্লব বিভাগ বিভাগ
- ৭। সাহাবা আক্তার - প্রভাষক, তথ্য বিভাগ
- ৮। মোসাদ্দ সামসুদ্দাহার - প্রভাষক, গ্রীষ্মবিভাগ বিভাগ
- ৯। নিগার সুলতানা - প্রভাষক, সমাজকর্ম বিভাগ
- ১০। মাকসুদা শারমিন - প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ
- ১১। অর্ণবীয়া সাহা - প্রভাষক, পৌরনীতি ও শ্রমসম বিভাগ
- ১২। শারমিন আক্তার - প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
- ১৩। জিয়াউর রহমান - প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
- ১৪। জেরিন ইসলাম - প্রভাষক, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও ইম বিভাগ
- ১৫। সাহাবা সুলতানা হক - প্রভাষক, উপদান ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পন্ন বিভাগ
- ১৬। রুনা পারভিন - প্রভাষক, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ
- ১৭। টবি আনোয়ারা - প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
- ১৮। সৈয়দা ফারিয়ানা - প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
- ১৯। আয়েবা রহমান - প্রভাষক (ইংরেজি)
- ২০। নিহার সুলতানা - প্রভাষক (সমাজকর্ম)
- ২১। খানিজা আক্তার - প্রভাষক, পবিত্র বিভাগ
- ২২। সাবা ফারহিন খান - সহকারি শিক্ষিকা (ইংরেজি)
- ২৩। শিরিন আক্তার - সহকারি শিক্ষিকা (ব্যবস্থাপনা)
- ২৪। শ্রেয়া সাহা - সহকারি শিক্ষিকা (দলীয়)
- ২৫। শাহানাছ পারভীন - সহকারি শিক্ষিকা (ফুল শাখা)
- ২৬। ফারা সেলিনা নুসরাত - সহকারি শিক্ষিকা (পার্বত্য বিভাগ)
- ২৭। আদ্রা রহমান - সহকারি শিক্ষিকা (ফুল শাখা)
- ২৮। রোমানা আমান - সহকারি শিক্ষিকা (ফুল শাখা)
- ২৯। তারজুনা আক্তার - সহকারি শিক্ষিকা (ফুল শাখা)
- ৩০। জৈতি হালদার - প্রভাষক (ইংরেজি)
- ৩১। সুবাইরা আক্তার - সহকারি শিক্ষিকা (ফুল শাখা)
- ৩২। মহিমা হক কলি - সহকারি শিক্ষিকা (ইংরেজি)
- ৩৩। নাসিমা আক্তার - সহকারি শিক্ষিকা (বাংলা)
- ৩৪। হুনিরা মমতাজ - সহকারি শিক্ষিকা (কৃষি শিক্ষা)
- ৩৫। জুলেখা বেগম - সহকারি শিক্ষিকা (ইংরেজি)
- ৩৬। আরাবীয়া আহমেদ - সহকারি শিক্ষিকা (ফুল শাখা)
- ৩৭। শামীমা মিহি - সহকারি শিক্ষিকা (ফুল শাখা)
- ৩৮। সাবা তাসলিমা তিহি - সহকারি শিক্ষিকা (ফুল শাখা)
- ৩৯। রোকসানা - সহকারি শিক্ষিকা (ইংরেজি)
- ৪০। রোদী আক্তার - সহকারি শিক্ষিকা (ইংরেজি)
- ৪১। অরুণ সিংহ রায় - সহকারি শিক্ষক (দলীয়)
- ৪২। সৃষ্টি চৌধুরি - সহকারি শিক্ষিকা (ইংরেজি)
- ৪৩। খাদিজাতুল কোবরা - সহকারি শিক্ষিকা (ইংরেজি)
- ৪৪। ইসমত আরা ইতি - সহকারি শিক্ষিকা (বাংলা)
- ৪৫। মোঃ হুনির চৌধুরী - সহকারি শিক্ষক (দলীয়)
- ৪৬। খোরশেদা পাটুন - সহকারি শিক্ষিকা (ইংরেজি)
- ৪৭। সেলিনা আফরোজ - সহকারি শিক্ষিকা (বাংলা)
- ৪৮। মলি আক্তার - সহকারি শিক্ষিকা (বাংলা)
- ৪৯। সোনিয়া আখতার - প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ৫০। শারমিন আক্তার রুমা - প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ৫১। সুমুর বানী ধর - প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ৫২। দিত্ত বান্টে - প্রশাসনিক কর্মকর্তা



অনুমোদন

আফির আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত। যার অনুমোদিত স্কুল কোড-১৪৩৩, কলেজ কোড- ১২৭৪ এবং EIIN: ১৩৭৭৮৬

পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ নির্দেশনা

শিক্ষকগণ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ নির্দেশনা তৈরি করে। প্রতি মাসের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে "Day Based Monthly Lesson Plan" দিয়ে দেওয়া হয় যাতে ছাত্ররা শুরুতেই সমগ্র মাসের দিন ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা জানতে পারে এবং এই হিসেবে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। পাঠ পরিকল্পনার আলোকেই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকগণ প্রয়োজনীয় পাঠ নির্দেশিকা দিয়ে থাকেন।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা: আমরা শ্রেনিকক্ষে ছাত্রদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে থাকি। যাতে তারা নিজেদের ধ্যান ধারণা বিকাশের সুযোগ পায়। আমরা চাই শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতো করে শিবুক আর শিক্ষকদের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষে হয়ে উঠুক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ স্থান। এজন্য "Interactive Method" সহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে পাঠকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করা হয়। ফলে শ্রেণিতে নিয়মিত উপস্থিত থাকা ছাত্ররা শিক্ষকদের ক্লাস থেকে পাঠ উদ্ধার করতে পারে।

সমাধান ক্লাস: কোন ছাত্র স্বাভাবিক ক্লাসে কোন পাঠ অনুধাবনে সক্ষম না হলে তাদের জন্যে সন্ধ্যাে এক দিন বিষয় ভিত্তিক বিশেষ সমাধান ক্লাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সুতরাং কোন এক সন্ধ্যাে শিক্ষার্থীদের কোন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সমস্যা থাকলে তা সমাধান ক্লাসের মাধ্যমে সমাধান করতে পারে।

Feed Back Class ও বাড়ির কাজ

শিক্ষকগণ শ্রেণিতে পাঠদানের পর সিলেবাস এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিত বাড়ির কাজ দিয়ে থাকেন এবং পরবর্তী কার্যদিবসে তা আদায় করে নেন। কোন শিক্ষার্থী বাড়ির কাজ দিতে ব্যর্থ হলে ছুটির পর অতিরিক্ত সময় থেকে তা সমাধা করে যাবে।

তাত্ক্ষণিক সমস্যা সমাধান: বাসায় বাড়ির কাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থী কোন সমস্যায় পড়লে তাত্ক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষককে ফোন দিয়ে "Phonic Solution" নিতে পারে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

কলেজের শিক্ষার্থীদের সমরোপযোগী শিক্ষাদান, মেধাবিকাশ, যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। উক্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নেন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক এবং শিক্ষকগণ। প্রশিক্ষকগণের পবেষণা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও তথ্য প্রয়োগ করে আমাদের সৃজনশীল শিক্ষকমন্ডলী শ্রেনিকক্ষে নির্ধারিত পাঠকে আকর্ষণীয় করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করেন।



উপস্থিতি

শিক্ষাবোর্ডের নিম্ন অনুযায়ী শ্রেণিতে প্রতি বিষয়ে ৭৫% এর উর্ধ্বে উপস্থিতি থাকতে হয়। ৬০-৭৫% উপস্থিতি শিক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষায় নিয়মানুসারে নির্বাচিত হলে ৩০০ টাকা টাকা অতিরিক্ত ননকলেজিয়েট কিস প্রদান করে ফরম পূরণ করতে হয়। ৬০% এর কম উপস্থিতি শিক্ষার্থীর বোর্ড পরীক্ষায় ফরম পূরণের সুযোগ নেই। তাই ৬০% এর বেশি উপস্থিতি সম্পন্ন শিক্ষার্থীকেই কেবল নির্বাচনী পরীক্ষার জন্য যোগ্য ঘোষণা করা হয়।

Home Work & Home Visit

বিষয় শিক্ষক কর্তৃক শ্রেণিতে পাঠ বুঝানোর পর পরিমিত Home Work দেয়া হয়। শিক্ষার্থীকে বিষয় ভিত্তিক এ সব Home Work বাড়িতে যথা সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে এ কলেজে "Day Based Lesson Plan" ভিত্তিতে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সতুরাং উত্তম ফল লাভের জন্য দিনের পাঠ দিনেই শেষ করতে হবে।

গাইড শিক্ষক

প্রতি ১০ জন শিক্ষার্থীর জন্য এক একটি দল একেকজন শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত থাকে। উক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁর অধীনস্থ ঐ নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর প্রতিদিন যথাসময়ে কলেজে আগমন, প্রেছান, বিভিন্ন পরীক্ষার যথাযথ অংশগ্রহণ ইত্যাদির পর্যবেক্ষণ, অনুপস্থিতি ও পড়াশোনার তদারকি করে থাকেন। অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, শিক্ষার্থীদের আচরণ ও পাঠোন্নয়ন ইত্যাদি যথাসময়ে অধ্যক্ষ মহোদয়কে অবহিতকরণ ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপদেশ বাস্তবায়ন করা এবং শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক সুবিধা-অসুবিধা জ্ঞাত হয়ে তাদেরকে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে পাঠে অধিকতর মনোযোগী ও অগ্রগামী করা গাইড শিক্ষকের দায়িত্ব। গাইড শিক্ষক সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের সামগ্রিক তথ্যাদি "Report Form" এ লিপিবদ্ধ করে অধ্যক্ষের নিকট জমা দেন। তিনি অধ্যক্ষের পরামর্শের আলোকে পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

বিষয় শিক্ষক

বিষয় শিক্ষক শ্রেণিতে তার নিজ বিষয়ে পাঠদানকে অবশ্যই ফলস্রু করবেন। ছাত্রদের কাছে সহজবোধ্য উপায়ে পাঠ উপস্থাপন করবেন। তার বিষয়ে একাধারে জ্ঞানসমৃদ্ধকরণ ও উত্তম ফলাফলের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিবে। কিছুটা দুর্বল/ পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের জন্য বিশেষ ক্লাস/Detention Class এর ব্যবস্থা নিবেন। Home Work নিশ্চিত করতে অভিভাবকের সহযোগিতা নিবেন। সময়মত Home Visit করবেন। সর্বোপরি তার বিষয়ে অভ্যন্তরীণ ও বোর্ড বিষয়ে উত্তম ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় Positive কৌশল ও কর্মপন্থা অবলম্বন করবেন।

শ্রেণি শিক্ষক

শ্রেণি শিক্ষক তার নির্ধারিত শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর সার্বিক বিষয়ে নজর রাখবেন। নিজ বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের অগ্রগতি জানবেন। তিনি তার শ্রেণির গাইড শিক্ষকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন এবং তাদের মতামতের আলোকে অধ্যক্ষের সাথে আলাপ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা নিবেন। কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীরা কোন শিক্ষকের পাঠ বুঝতে না পারলে অথবা কোন শিক্ষকের শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদিত না হলে বিষয়টি অধ্যক্ষের নজরে আনবেন।



একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির যোগ্যতা ও তথ্যাবলি (কলেজ শাখা)

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাসের সময়সূচি

শ্রেণি	সময়
একাদশ	১২.০০ - ৪.৩০
দ্বাদশ	১২.০০ - ৪.৩০

ভর্তি পদ্ধতি (কলেজ শাখা)

১৮ বছরের কম বয়সী অধুমপায়ী নিয়মিত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা এই তিনটি বিভাগে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি হতে পারবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর থেকেই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। কলেজের নোটিশ বোর্ড ও জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা, সময়সীমা ও অন্যান্য তথ্য জানানো হবে। কলেজ কর্তৃক সরবরাহকৃত ভর্তি ফরম, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে সংগ্রহ করতে হবে।

ভর্তি ফরম সংগ্রহের ন্যূনতম যোগ্যতা

বিভাগ	আবেদনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম জি.পি.এ
মানবিক	২.০০
বিজ্ঞান	২.৫০
ব্যবসায় শিক্ষা	২.০০

ভর্তির সময় নিম্নলিখিত কাগজপত্র জমা দিতে হবে (কলেজ শাখা)

- ১। এস.এস.সি. পরীক্ষার মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট।
 - ২। এস.এস.সি. পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্রের মূল কপি।
 - ৩। পূর্ববর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশংসাপত্র।
 - ৪। ছাত্র/ছাত্রীদের সদ্যতোলা ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
 - ৫। বাবা, মা ও মনোনীত অভিভাবকের ২ (দুই) কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
 - ৬। বোর্ড কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ছাত্র/ছাত্রীই কেবল ভর্তির জন্য মনোনীত হবে।
 - ৭। ভর্তি জমা মনোনীত ছাত্র/ছাত্রী কলেজ অফিসে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক ভর্তি ফরম সংগ্রহ করে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।
- * বিদ্যুৎ ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত অর্থাৎ কোন কারণ দর্শানো ব্যতীতকে ভেদে ভর্তি না করার সিদ্ধান্ত অধিকার প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করে।

ভর্তি, সেশন ফি ও মাসিক বেতন (কলেজ শাখা)

শ্রেণি	ভর্তি ও সেশন ফি	মাসিক বেতন	ভর্তির সময় সর্বমোট প্রদেয়
একাদশ	৫,০০০/=	১,০০০/=	৬,০০০/=
দ্বাদশ	৫,০০০/=	১,০০০/=	৬,০০০/=



বৃত্তি (Scholarship/Waiver) (কলেজ শাখা)

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

বৃত্তির ধরণ	যাদের জন্য	বর্ণনা
মেধা বৃত্তি-(ক)	জিপিএ-৫	ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন সম্পূর্ণ ছিঁ।
মেধা বৃত্তি-(খ)	জিপিএ-৪.০০ - ৪.৯৯	ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন ৫০% ছাড়।
মেধা বৃত্তি-(গ)	জিপিএ-৩.৫০ - ৩.৯৯	ভর্তি ফি ৩০% ছাড়, মাসিক বেতন ৩০% ছাড়।
মেধা বৃত্তি-(ঘ)	জিপিএ-৩.০০ - ৩.৪৯	ভর্তি ফি ২০% ছাড়, মাসিক বেতন ২০% ছাড়।
দারিদ্র্যবৃত্তি অসচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থী অবস্থানভেদে সর্বোচ্চ ৯০% ছাড়।		

সঠিক ভর্তিবেশন কর্তৃক কলেজ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ক্রমে ৫০ জন শিক্ষার্থীকে বাৎসরিক ২০ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হবে।

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনে ভর্তি ফরম পূরণ

কলেজ অফিস থেকে সকাল ৮টা হতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত অনলাইনে বিনামূল্যে ভর্তির আবেদন ফরম পূরণ করা যাবে।
কলেজের EIIIN No-137788 ব্যবহার করে টেলিটক মোবাইলের মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীরা ফরম পূরণ করতে পারবে।

পোশাক পরিচ্ছদ (কলেজ শাখা) নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

ছাত্র : কালো রঙের ফুল প্যান্ট, সাদা হাফ শার্ট, সাদামোজা, কালোজুতা, কালো বেল্ট এবং কালো রঙের টাই কলেজ লোগো সম্বলিত।

ছাত্রী : কলেজ লোগো সম্বলিত সাদা রঙের শার্ট কলারের কামিজ, কালো রঙের প্যান্ট, কালো ওড়না, সাদা রঙের স্কার্ফ/হিজাব, কালো রঙের জুতা।

ছাত্র/ছাত্রী : শীতকালে কালো রঙের কোর্ট/সুয়েটার।

পাঠদানের মাধ্যম ও পদ্ধতি (কলেজ শাখা)

পাঠদানের মাধ্যম : বাংলা মাধ্যম।

পাঠদানের পদ্ধতি :

- ১। শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই একটি একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক কোর্স সমাপ্তির দিক নির্দেশনা প্রদান।
- ২। সিমিস্টার পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠদান। দুই শিক্ষা বছর মোট ৪(চার)টি সিমিস্টারে বিভক্ত।
- ৩। দুর্বল ছাত্র/ছাত্রীদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য আলাদা পাঠদানের ব্যবস্থা।
- ৪। Feed back ক্লাসের মাধ্যমে প্রতিদিন পড়া আদায়।
- ৫। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অনুপাত ১০:১।

পাঠদানের বিষয়: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড (এন সি টি বি) কর্তৃক প্রকাশিত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির সর্বশেষ পরিমার্জিত বিষয় কাঠামো অনুযায়ী নিচের যে কোন একটি শাখায় ভর্তি হতে পারবে। শাখাসমূহ হচ্ছে (ক) বিজ্ঞান (খ) মানবিক (গ) ব্যবসায় শিক্ষা।



৓ সকল শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক বিষয় সমূহঃ

১। বাংলা ২। ইংরেজি ৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

৓ শাখাভিত্তিক আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ :

শাখা	শাখাভিত্তিক আবশ্যিক ৩টি বিষয়	শাখাভিত্তিক ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি নেওয়া যাবে)
বিজ্ঞান	৪. পদার্থ বিজ্ঞান ৫. রসায়ন ৬. জীববিজ্ঞান অথবা উচ্চতর গণিত	৭. (ক) জীববিজ্ঞান (খ) উচ্চতর গণিত
মানবিক	৪. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৫. পৌরনীতি ও সুশাসন অথবা অর্থনীতি ৬. সমাজকর্ম	৭. (ক) পৌরনীতি ও সুশাসন (খ) অর্থনীতি (গ) সমাজকর্ম (ঘ) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
ব্যবসায় শিক্ষা	৪. ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ৫. হিসাব বিজ্ঞান ৬. ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা অথবা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন	৭. (ক) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা (খ) উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন (গ) অর্থনীতি

পাঠাগার :

আধুনিক ও মানসম্মত পরিবেশে সমৃদ্ধ পাঠাগার।



কম্পিউটার ল্যাব : যুগোপযোগী অত্যাধুনিক ইন্টারনেট,

Wi-Fi সংযোগসহ কম্পিউটার ল্যাব।



প্রদীক্ষাগার : বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার প্রত্যেকটি বিষয়ের

জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরির সুবিধা।





নিজ সন্তানকে শিক্ষালয়ে প্রেরণের সময় প্রধান শিক্ষককে

মাননীয় মহাশয়

আমার পুত্রকে জ্ঞানার্জনের জন্য আপনার কাছে প্রেরণ করলাম।

তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন- এটাই আপনার কাছে আমার বিশেষ দাবি।

আমার পুত্রকে অবশ্যই শেখাবেন- সব মানুষই ন্যায্যপরায়ণ নয়, সব মানুষই সত্যনিষ্ঠ নয়।

তাকে এও শেখাবেন, প্রত্যেক বদমায়েশের মাঝেও একজন বীর থাকতে পারে,

প্রত্যেক স্বার্থপর রাজনীতিকের মাঝেও একজন নিরস্বার্থ নেতা থাকে।

তাকে শেখাবেন, পাঁচটি ডলার কুঁড়িয়ে পাওয়ার চেয়ে একটি উপার্জিত ডলার অধিক মূল্যবান।

এও তাকে শেখাবেন, কিতাবে বিজয়োল্লাস উপভোগ করতে হয়।

হিংসা থেকে দূরে থাকার শিক্ষাও তাকে দিবেন। যদি পারেন নীরব হাসির গোপন সৌন্দর্য তাকে শেখাবেন।

সে যেন আগেভাগেই এ কথা বুঝতে শেখে- যারা পীড়নকারী তাদেরই সহজে কাবু করা যায়।

ভয়ের মাঝে কী রহস্য লুকিয়ে আছে, তাও তাকে বুঝতে শেখাবেন।

আমার পুত্রকে শেখাবেন, বিদ্যালয়ে নকল করার চেয়ে অকৃতকার্য হওয়া বেশি সম্মানজনক।

নিজের ওপর তার যেন সুমহান আস্থা থাকে। এমনকি সবাই যদি সেটাকে ভুলও মনে করে।

তাকে শেখাবেন, ভদ্রলোকের প্রতি ভদ্র আচরণ করতে, কঠোরদের প্রতি কঠোর হতে।

আমার পুত্র যেন এ শক্তি পায়- হুজুগে মাতাল জনতার পদাঙ্ক অনুসরণ না করার।

সে যেন শিখে দুঃখের মাঝে কীভাবে হাসতে হয়।

আবার কান্নার মাঝে লজ্জা নেই এ কথা তাকে বুঝতে শেখাবেন।

যারা নির্দয়, নির্মম তাদের সে যেন ঘৃণা করতে শেখে আর অতিরিক্ত আরাম-আয়েশ থেকে সাবধান থাকে।

আমার পুত্রের প্রতি সদয় আচরণ করবেন কিন্তু সোহাগ করবেন না, কেননা আঙনে পুড়েই ইম্পাত বাঁটি হয়।

আমার সন্তানের যেন অধৈর্য হওয়ার সাহস না থাকে, থাকে যেন তার সাহসী হওয়ার ধৈর্য।

তাকে এ শিক্ষাও দিবেন- নিজের প্রতি তার যেন সুমহান আস্থা থাকে আর তখনই তার সুমহান আস্থা থাকবে মানব জাতির প্রতি।

আপনার বিশ্বস্ত আব্রাহাম লিঙ্কন।

সূত্র: ইন্টারনেট.





আয়ের উৎস

- ক। সরকারি অনুদান: যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি অলাভজনক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। তাই ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি অনুদান গ্রহণ করা হয় না। একইভাবে প্রতিষ্ঠানকে সরকারিকরণ করা যাবে না। তবে শর্ত ছাড়া, স্বেচ্ছাধনোদিত সরকারি অনুদান গ্রহণ করা যাবে। এখন পর্যন্ত কোন অনুদান গ্রহণ করা হয়নি।
- খ। বেসরকারি সংস্থা: বেসরকারি সংস্থা থেকে দেয়া অনুদান ফাউন্ডেশনের নীতি আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলে তা গ্রহণ করা যাবে। তবে এখনও কোন অনুদান গ্রহণ করা হয়নি।
- গ। ব্যক্তিগত অনুদান: সমাজের স্বচ্ছল ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত অনুদান গ্রহণ করা যাবে। কোন ব্যক্তি অর্থ অথবা বস্তুগত সাহায্য প্রদান করতে পারেন, বিনিময়ে সে ব্যক্তির নাম ফাউন্ডেশনের অনুদানকারী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। এ পর্যন্ত কোন অনুদান নেওয়া হয়নি।
- ঘ। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ: ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তার জন্য দেশী-বিদেশী শিল্পীদের সহযোগীতায় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা যাবে।
- ঙ। বিদেশি সাহায্য সংস্থার অনুদান: বিদেশি সাহায্য সংস্থার অনুদান ফাউন্ডেশনের আদর্শের পরিপন্থী না হলে তা গ্রহণ করতে প্রতিষ্ঠানের কোন আপত্তি থাকবে না। এ পর্যন্ত কোন অনুদান বা সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি।
- চ। শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন: অলাভজনক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার শিক্ষার্থীবৃন্দ সমভাবে বহন করবে এই নীতিকে সামনে রেখে সবসময় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে নির্ধারিত শিক্ষাব্যয় শিক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দ বহন করবে।

নির্ধারিত শিক্ষাব্যয়

- ১। মাসিক বেতন
- ২। বিশেষ প্রশিক্ষণ (কম্পিউটার, ভাষা শিক্ষা, স্বাস্থ্যজ্ঞান)
- ৩। গবেষণাগার
- ৪। গাইড ফি
- ৫। শিক্ষক ভাতা
- ৬। নিবন্ধীকরণ
- ৭। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা
- ৮। সংস্থাপন ও উন্নয়ন
- ৯। ভ্রমীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড
- ১০। গ্রন্থাগার
- ১১। শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা
- ১২। অতিরিক্ত শিক্ষা
- ১৩। সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম
- ১৪। বিবিধ।



প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (স্কুল ও কলেজ)

- শৈশব ও কৈশোর কালকে আনন্দময় ও উপভোগ্য করে গড়ে তোলা।
- শিশুর মনে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানো এবং ইংরেজি ভাষা ও ডিজিটাল প্রযুক্তির দক্ষতা অর্জনের ভিত্তি মজবুত করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থীর অভ্যর্থনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।
- শিক্ষার্থীর গুণাবলী উন্মোচিত করা ও সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহিত করা।
- কর্মমুখী মানসিকতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে যোগ্য মানব-সম্পদ তৈরি করা।
- স্ব, পরিশ্রমী, সচেতন, যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য মৌলিক সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- বয়স এবং মানসিক অবস্থার সাথে ভারসাম্যযুক্ত শিক্ষা প্রদান করা।
- মূলত পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে আদর্শ মানুষ তৈরি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

শিক্ষাবর্ষ (স্কুল ও কলেজ)

- প্রে গ্রুপ, নার্সারি, কেজি (প্রি স্কুল বাংলা মাধ্যম) ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর।
- প্রে গ্রুপ, নার্সারি, কেজি (প্রি স্কুল ইংলিশ ভার্সন) ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর।
- ১ম - ৫ম শ্রেণি (প্রাইমারি স্কুল বাংলা মাধ্যম) ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর।
- ১ম - ৫ম শ্রেণি (প্রাইমারি স্কুল ইংলিশ ভার্সন) ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর।
- ৬ষ্ঠ - থেকে নবম শ্রেণি (মাধ্যমিক স্কুল বাংলা মাধ্যম) ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর।
- একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি (বাংলা মাধ্যম) ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন।





প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ (স্কুল ও কলেজ)

- ৯৯ অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত।
- ৯৯ ডিজিটাল হাজিরা গ্রহণের মাধ্যমে অভিভাবকগণকে হাজিরা নিশ্চিতকরণ এস.এম.এস প্রদান করা হয়।
- ৯৯ Feed Back (F.B) ক্লাসের মাধ্যমে প্রতিদিন পড়া আদায় করা হয়।
- ৯৯ প্রতি দশজন শিক্ষার্থীর জন্য একজন গাইড শিক্ষক।
- ৯৯ আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা ও আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি।
- ৯৯ প্রতিষ্ঠানের পড়া প্রতিষ্ঠানেই শেখানো হয়, কোন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়তে হয় না।
- ৯৯ দুর্বল শিক্ষার্থীদের পাঠোত্তির জন্য বিশেষ যত্ন।
- ৯৯ প্রতি সপ্তাহে (রবিবার) ক্লাস টেস্ট পরীক্ষা।
- ৯৯ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে Parents meeting এর মাধ্যমে অভিভাবকদের নিয়মিত অবহিত করা।
- ৯৯ ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীদের বিশেষ যত্ন এবং শ্রেণি কার্যক্রমের অতিরিক্ত বিশেষ ক্লাস এর ব্যবস্থা।
- ৯৯ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম থেকেই বাংলা, ইংরেজি ও গণিতসহ সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ শিক্ষাদান।
- ৯৯ কম্পিউটার শিক্ষা, ক্লাস পার্ট ও স্টাডি ট্যুর এর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ৯৯ শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান।
- ৯৯ শিক্ষক ও অভিভাবকদের মতামতের সমন্বয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।
- ৯৯ পরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুযোগ প্রদান।
- ৯৯ সার্বক্ষণিক নিজস্ব জেনারেটর এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।
- ৯৯ CCTV ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা রক্ষী দ্বারা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- ৯৯ ছাত্র/ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য ভ্যানের ব্যবস্থা আছে।

ভর্তি পদ্ধতি (স্কুল শাখা বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সন)

- ৯৯ স্কুলের নির্ধারিত ফরমে ভর্তির জন্য আবেদন করতে হবে। স্কুল অফিসে ২০০/= টাকা প্রদানপূর্বক ভর্তি ফরম সংগ্রহ করা যাবে।
- ৯৯ যথাযথভাবে পূরণকৃত ভর্তি ফরমের সঙ্গে দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি জমা দিতে হবে।
- ৯৯ প্রত্যেক অভিভাবকের এক কপি রঙিন ছবি জমা দিতে হবে।
- ৯৯ পূর্বে অধ্যয়নরত বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র/রিপোর্ট কার্ড ও জন্ম নিবন্ধন এর অনুলিপি প্রদান করতে হবে।
- ৯৯ আবেদন ফরম জমাদানের পর ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় (লিখিত ও মৌখিক) অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।
- ৯৯ ভর্তির সময় বাবা/মা কিংবা মনোনীত অভিভাবককে সঙ্গে আসতে হবে।





প্রসপেক্টিস

ভর্তি, সেশন ফি ও মাসিক বেতন (বাংলা মাধ্যম) স্কুল শাখা

শ্রেণি	ভর্তি ও সেশন ফি	মাসিক বেতন	ভর্তির সময় সর্বমোট প্রদেয়
প্রে গ্রুপ - নবম	১১,০০০/=	১,৫০০/=	১২,৫০০/=

বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তির সম্ভাব্য বয়সসীমা ও ক্লাসের সময়সূচি (বাংলা মাধ্যম)

শ্রেণি	বয়স	প্রভাতি শাখা	দিবা শাখা
প্রে গ্রুপ	৩ বছর+	৮:৩০ - ১০:৩০	১১:০০ - ১:০০
নার্সারি	৪ বছর+	৮:০০ - ১০:১৫	১১:০০ - ১:১৫
কেজি (শিশু)	৫ বছর+	৮:০০ - ১০:৩০	১১:০০ - ১:৩০
প্রথম	৬ বছর+	৮:০০ - ১০:৩০	১১:০০ - ১:৩০
দ্বিতীয়	৭ বছর+	৭:৪৫ - ১১:৩০	-
তৃতীয়	৮ বছর+	৭:৪৫ - ১১:৩০	-
চতুর্থ	৯ বছর+	৭:৪৫ - ১১:৩০	-
পঞ্চম	১০ বছর+	৭:৪৫ - ১১:৪০	-
ষষ্ঠ	১১ বছর+	৭:৪৫ - ১১:৪০	১২:০০ - ৪:৩০
সপ্তম	১২ বছর+	৭:৪৫ - ১১:৪০	১২:০০ - ৪:৩০
অষ্টম	১৩ বছর+	৭:৪৫ - ১১:৪০	১২:০০ - ৪:৩০
নবম	১৪ বছর+	-	১২:০০ - ৪:৩০
দশম	১৫ বছর+	-	১২:০০ - ৪:৩০
একাদশ	১৬ বছর+	-	১২:০০ - ৪:৩০
দ্বাদশ	১৭ বছর+	-	১২:০০ - ৪:৩০



Admission Fee (English Version)

Name of Class	Admission Fee	Monthly Tution Fee	Total
Play Group to Std-VI	14,000/=	2,000/=	16,000/=

Class Time Table and Age Limit (English Version)

Class	Age	Morning Shift	Day Shift
Play Group	3+	8:30 - 10:30	11:00 - 1:00
Nursery	4+	8:00 - 10:15	11:00 - 1:15
Junior-1	5+	8:00 - 10:30	11:00 - 1:30
Std - I	6+	8:00 - 10:30	11:00 - 1:30
Std - II	7+	7:45 - 11:30	-
Std - III	8+	7:45 - 11:30	-
Std - IV	9+	7:45 - 11:30	-
Std - V	10+	7:45 - 11:40	-
Std - VI	11+	7:45 - 11:40	-

Subjects: (English Version)

1. Play Group to Junior-1 : Bangla, English, Mathematics, General Knowledge, Conversation, Religion and Moral Education, Rhymes, Drawing and Music.

2. Std-I and Std-II : Bangla, English, Mathematics, General Knowledge, Conversation, Religion and Moral Education, Social Science, General Science, Drawing and Music.

3. Std-III to Std-VI : Bangla, English, Mathematics, General Science, Bangladesh and Global Studies , Religion and Moral Education, Drawing and Music.



প্রসপেক্টিভ

পোশাক-পরিচ্ছদ (স্কুল শাখা) বাংলা মাধ্যম

ছাত্র (প্রথম-কেজি)

ঃ চকলেট রঙের হাফ প্যান্ট, সাদা হাফ শার্ট, সাদা মোজা, কালো জুতা, কালো বেল্ট এবং চকলেট রঙের টাই।

ছাত্রী (প্রথম-বিদ্যালয় শ্রেণি)

ঃ সাদা শার্ট, চকলেট রঙের সার্ট, সাদা মোজা, কালো জুতা, সাদা রুমাল, চকলেট রঙের টাই, সাদা রাবার এবং ফিতার ব্যবহার।

ছাত্র (প্রথম-অষ্টম শ্রেণি)

ঃ চকলেট রঙের ফুল প্যান্ট, সাদা হাফ শার্ট, সাদা মোজা, কালো জুতা, কালো বেল্ট এবং চকলেট রঙের টাই।

ছাত্রী (তৃতীয়-অষ্টম শ্রেণি)

ঃ সাদা পায়জামা, চকলেট রঙের কমিজ, সাদা ওড়না, সাদা মোজা, কালো জুতা এবং চকলেট রঙের বেল্ট।

শীতকালীন

ছাত্র/ছাত্রী (বাংলা মাধ্যম)

ঃ ফুলহাতা লাল সোয়েটার।

বিঃ দ্রঃ পোশাকের রং এর নমুনা ব্যবহৃত টাই এবং মনোহীন স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংগ্রহ করতে হবে। রং এর ভিন্নতা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বইপত্র ও অন্যান্য তথ্য

- ১। শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভে পাঠ্যবই ও খাতাপত্রের তালিকা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দেয়া হয়। তালিকা বহির্ভূত কোন পুস্তক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা প্রতিষ্ঠানে আনা যাবে না।
- ২। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে শ্রেণি শিক্ষক/শিক্ষিকার মাধ্যমে খাতা সরবরাহ করা হয়।
- ৩। প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত ডায়েরি অফিস থেকে সংগ্রহ পূর্বক প্রতিদিন উহা ক্লাসে নিয়ে আসতে হবে।
- ৪। ক্লাস রুটিন অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের বই-খাতা প্রতিদিন নিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষা উপকরণ এর ব্যবহার

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

ছবি একে দেখানো হয় এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গানের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা

সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি, সি.সি ক্যামেরা ও নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষীদ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ডিজিটাল হাজিরার মাধ্যমে অভিভাবককে হাজিরা নিশ্চিতকরণ এস.এম.এস প্রদান করা হয়।

ভর্তি বাতিল ও T.C গ্রহণের নিয়মাবলি

ভর্তি হওয়ার পর কোন শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল বা T.C নিতে চাইলে নিম্নোক্ত পন্থা অনুসরণ করতে হবে:

- ১। বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে যুক্তিসূক্ত কারণের বৈধ প্রমাণপত্র এবং অভিভাবকের সুপারিশসহ অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন করতে হবে।
- ২। বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরম শহরে পূরণ করে আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে।
- ৩। ছাড়পত্র/ভর্তি বাতিলের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বৃত্তি/প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধা বহাল থাকবে না অর্থাৎ শিক্ষার্থী যে শিক্ষাবর্ষ/সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করেছে সেই শিক্ষাবর্ষ/সময় পর্যন্ত ভর্তি ফি সহ সম্পূর্ণ খরচ প্রযোজ্য হবে।



পাঠ্য বিষয়সমূহ : (বাংলা মাধ্যম স্কুল শাখা)

- ১। প্রে গ্রুপ - কেজি প্রেপি : বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ জ্ঞান, Conversation, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, ছড়া, ড্রইং, সংগীত।
 - ২। ১ম ও ২য় প্রেপি : বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, সাধারণজ্ঞান, কম্পিউটার, ড্রইং, সংগীত।
 - ৩। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রেপি : বাংলা ১ম পত্র, বাংলা ২য় পত্র, ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, কম্পিউটার, সাধারণজ্ঞান, ড্রইং, সংগীত।
 - ৪। ৫ম প্রেপি (PEC) : বাংলা, ইংরেজি, প্রাথমিক গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, ড্রইং, সংগীত।
 - ৫। ষষ্ঠ ও সপ্তম : বাংলা ১ম পত্র, বাংলা ২য় পত্র, ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, সাধারণ বিজ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, সাধারণজ্ঞান, চারু ও কারুকলা, সংগীত।
 - ৬। ৮ম প্রেপি : (JSC) বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, বিজ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, চারু ও কারুকলা, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা।
 - ৭। নবম প্রেপি : (সকল বিভাগের জন্য) : বাংলা ১ম পত্র, বাংলা ২য় পত্র, ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, সাধারণ গণিত, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, সংগীত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।
- ✶ বিজ্ঞান বিভাগ : পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত।
 - ✶ মানবিক বিভাগ : ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান।
 - ✶ ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ : সাধারণ বিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ, ব্যবসায় পরিচিতি, বিন্যাস ও ব্যক্তি।
 - ✶ ঐচ্ছিক বিষয় : গার্হস্থ্য অর্থনীতি, কৃষি শিক্ষা, উচ্চতর গণিত, বাণিজ্যিক ভূগোল।

অতিও তিছুয়াল শিক্ষা মাধ্যম/ব্যক্তিমিডিয়া ক্লাস

প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি ছাড়াও কম্পিউটার, প্রজেক্টর ও বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষা আনন্দময় এবং আকর্ষণীয় করা হয়।



প্রসপেক্টিস

জাতীয় দিবস পালন

প্রতি বছর গুরুত্বপূর্ণ ও জাতীয় দিবস সমূহ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। এসব দিবসে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়।

পাঠদান পদ্ধতি

বছরের শুরুতে আধুনিক ও বাস্তবমুখী পাঠদান পদ্ধতিতে পুরো শিক্ষাবর্ষকে তিন ভাগে ভাগ করে কোর্সভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সে অনুযায়ী পাঠদান ও উন্নতমানের নোট প্রদান করা হয়। অপেক্ষাকৃত কঠিন ও জটিল বিষয়গুলোর জন্য রয়েছে ক্লাস টাইমের পর অতিরিক্ত গাইড ক্লাসের ব্যবস্থা।



পরীক্ষা পদ্ধতি (স্কুল শাখা)

- ১। সাত্তাহিক Feed back ক্লাস এর পড়ার ভিত্তিতে প্রতি রবিবার Class Test পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২। প্রতি Term পরীক্ষার পূর্বে ২০ নম্বরের আন্তঃপার্বিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। যা Term পরীক্ষার সাথে যোগ করা হয়।
- ৩। সমগ্র শিক্ষাবর্ষ তিন অংশে বিভক্ত :
(ক) ১ম সাময়িক পরীক্ষা (খ) ২য় সাময়িক পরীক্ষা/অর্ধ-বার্ষিক (গ) বার্ষিক পরীক্ষা

পঞ্চম সমাপনি পরীক্ষার ফলাফল

সাল	পাসের হার
২০১৩	১০০%
২০১৪	১০০%
২০১৫	১০০%
২০১৬	১০০% (৬০% A+, ৪০% A)
২০১৭	১০০% (৭০% A+, ৩০% A)
২০১৮	১০০% (৮০% A+, ২০% A)

জে.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল

সাল	পাসের হার
২০১৬	১০০%
২০১৭	১০০% (২৫% A+, ৭৫% A)
২০১৮	১০০% (২০% A+, ৮০% A)

এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল

সাল	পাসের হার
২০১৯	বিজ্ঞান ১০০%, ব্যবসায় শিক্ষা ৯৮%, মানবিক ৯৯%

এইচ.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল

সাল	পাসের হার
২০১৮	বিজ্ঞান ১০০%, ব্যবসায় শিক্ষা ১০০%, মানবিক ৯০%
এইচ. এস. সি ২০১৮, পরীক্ষায় লালবাগ থানায় ৩য় স্থান অর্জন করেছে।	
২০১৯	বিজ্ঞান ৯৫%, ব্যবসায় শিক্ষা ৯৯%, মানবিক ৯০%



প্রগতিপত্র

১ম সাময়িক, ২য় সাময়িক/অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল সম্বলিত একটি প্রগতিপত্র নির্দিষ্ট সময়ে অভিভাবকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। বার্ষিক পরীক্ষা ব্যতীত সাপ্তাহিক পরীক্ষা, ১ম সাময়িক, ২য় সাময়িক/অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার খাতা অভিভাবকদের দেখানো হয়।

পরিচয়পত্র

সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের সীল ও স্বাক্ষরসম্বলিত পরিচয়পত্র প্রদান করা হয় এবং ক্যাম্পাসে অবস্থানকালে সব সময় উক্ত পরিচয়পত্র সাথে রাখতে হবে। পরিচয়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পুনরায় নতুনভাবে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

অনুপস্থিতি

ব্যক্তিগত কারণে অনুপস্থিত থাকতে হলে, ছাত্র/ছাত্রীকে পূর্বানুমতি নিতে হবে। আকস্মিক অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে সঠিক কারণ দেখিয়ে ছুটি অনুমোদনের জন্য অধ্যক্ষের বরাবর আবেদন করতে হবে। অনুমোদন ছাড়া যে কোন অনুপস্থিতির জন্য প্রতিদিন ৫০ টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে। ৫ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে অভিভাবককে উপস্থিত থেকে কারণ দর্শাতে হবে। অসুস্থতাজনিত কারণে একাধারে তিনদিন কিংবা তার বেশি দিন অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সঙ্গে চিকিৎসা প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

অভিভাবক দিবস

অভিভাবক দিবসে অভিভাবকবৃন্দ ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ও পরীক্ষার ফলাফলের উন্নতির জন্য নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয় সম্পর্কে জেনে নেওয়া, পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নিয়মাবলি অভিভাবকদের জানানো হয়।





নিয়ম-শৃঙ্খলা

নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোসহ যে কোন ধরনের অসদাচরণ শৃঙ্খলা ভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবেঃ

- ১। প্রতিষ্ঠানের যে কোন নিয়ম লঙ্ঘন।
- ২। পরীক্ষা বা ক্লাসে অসদুপায় অবলম্বন।
- ৩। শিক্ষক বা ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতি কোনরূপ অশোভন উক্তি করা বা কোন জিনিস ছোঁড়া।
- ৪। শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চ, ডেস্ক, চেয়ার, টেবিল, হোয়াইট বোর্ড, দেয়াল ইত্যাদি অথবা টয়লেটে কোন কিছু লেখা।
- ৫। দলবদ্ধভাবে কোনরূপ আবেদন জানাতে আসা। শ্রেণি প্রতিনিধি বা ব্যক্তিগতভাবে আবেদন উপস্থাপন করা যাবে।
- ৬। অনুমতি ব্যতীত এক শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীর অন্য শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ।
- ৭। প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পদের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন।
- ৮। কোন ছাত্র/ছাত্রী কর্তৃক অপর ছাত্র/ছাত্রীর বই, খাতা, ব্যাগ ইত্যাদিতে বিনা অনুমতিতে হাত দেওয়া/ধরা।
- ৯। শিক্ষক/শিক্ষিকা, অভিভাবকবৃন্দ, সিনিয়র ছাত্র ছাত্রীদের যথাযথ সম্মান না করা।
- ১০। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় না রাখা।
- ১১। পাঠের জন্য অপ্রয়োজনীয় কোন বই, লিফলেট বা দ্রব্যাদি প্রতিষ্ঠানে আনা বা সঙ্গে রাখা।
- ১২। খেলাধুলার সরঞ্জাম অনুমতি ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানে আনা, প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত পোশাক ব্যতীত অন্য পোশাক, ক্যাপ, স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি পরিধান করা। ছাত্রদের চুল ও নখ বড় রাখা।
- ১৩। কোন শিক্ষক/শিক্ষিকার আদেশ অমান্য করা।
- ১৪। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ক্লাস বা পরীক্ষা বর্জন করা।
- ১৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম

শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিক্ষাসফর, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, বাংলা নববর্ষ বরণ, বিজ্ঞানমেলা প্রভৃতি শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।





অভিভাবকদের শ্রেণি শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

- * প্রতি বৃহস্পতিবার ক্লাস ছুটির পর (সকল শ্রেণি)
- * প্রতি মাসের ১ম শনিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় (সকল শ্রেণি)

Parents Meeting

প্রতি মাসের ১ম শনিবার প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান অভিভাবকদের সাথে Meeting এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সমস্যা এবং গঠনমূলক পরামর্শ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সাধারণ নিয়মাবলি (স্কুল ও কলেজ)

- ১০ প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ফরমে ভর্তির জন্য আবেদন করতে হবে।
- ১১ ভর্তির সময় পরিশোধিত ফি অফেরৎযোগ্য।
- ১২ সেশন ফি প্রতি বছর এককালীন প্রদেয়।
- ১৩ বিভিন্ন পরীক্ষার ফি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত।
- ১৪ শুক্রবার, শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি (স্কুল শাখা)
- ১৫ শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি (কলেজ শাখা)।
- ১৬ বছরের যে মাসেই ভর্তি করানো হোক না কেন জানুয়ারি মাস থেকে বেতন পরিশোধ করতে হবে।
- ১৭ মাসিক বেতন প্রতি ইংরেজি মাসের ১ থেকে ৭ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।
- ১৮ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধ করতে অপারগ হলে প্রতি মাসের জন্য ৫০/= টাকা হারে বিলম্ব ফি প্রদান করতে হবে। পরপর তিন মাস বেতন পরিশোধ না করলে ভর্তি বাতিল গণ্য হবে এবং পুনরায় ভর্তি ফি প্রদান করে ভর্তি হতে হবে।
- ১৯ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত পোশাক ও ব্যাজ পরিধানপূর্বক পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠানে আসতে হবে, নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতে হবে।
- ২০ ক্লাস শুরু ১০ মিনিট পূর্বে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই প্রতিষ্ঠানে আসতে হবে।
- ২১ ছুটির ১০ মিনিট পূর্বে অভিভাবকদের প্রতিষ্ঠানের গেটে উপস্থিত থাকতে হবে।
- ২২ পিতা/মাতা/মনোনীত অভিভাবকের সঙ্গে শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে পারবে।
- ২৩ প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠিতব্য সকল পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত সময়ে অংশগ্রহণ করতে হবে।
- ২৪ বিশেষ ব্যবস্থায় অসুস্থ ছাত্র/ছাত্রীদের বেলায় ডাক্তারী সার্টিফিকেট জমাদান সাপেক্ষে পূর্ববর্তী পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তির অনুমতি দেয়া হবে।
- ২৫ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত যাবতীয় পরামর্শ এবং অভিযোগ প্রতিষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সরাসরি অধ্যক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করে পেশ করা যাবে।
- ২৬ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন বা শৃংখলা বিরোধী কোন কার্যকলাপের জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত গণ্য হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাপ্ত সম্মাননা



প্র



মুক্তিযোদ্ধা বিশ্বজ্ঞান মাননীয় মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এম.পি.র নিকট হইতে "জায়া শহীদ স্মৃতি" পদক গ্রহণ করছেন জনাব এইচ. এম. শাহীদুল্লাহমান খুইয়া।



জায়া সৈনিক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক লায়ন শামসুল হকের নিকট হইতে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য "জায়া শহীদ স্মৃতি" পদক গ্রহণ করছেন জনাব এইচ. এম. শাহীদুল্লাহমান খুইয়া।

স



শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সাবেক মুক্তিযোদ্ধা প্রতিমন্ত্রী কাউন্সিল (অবঃ) নাজম উল্লাহ এম.পি.র নিকট হইতে "শহীদ স্মৃতি" পদক গ্রহণ করছেন জনাব এইচ. এম. শাহীদুল্লাহমান খুইয়া।



বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন এবং ম্যাজিস্ট্রেট রোজন-উদ্দৌলা এম.পি.র নিকট হইতে "বিজয় নিল" সম্মাননা পদক গ্রহণ করছেন জনাব এইচ. এম. শাহীদুল্লাহমান খুইয়া।

পে



সাবেক তথ্য ও যুগ্ম সচিব বি.সি.ও.সি. সি. হোসেন সৈয়দ ফারুক হোসেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট হোসেন উল্লাহ এম.পি.র নিকট হইতে "বাংলা নববর্ষ" সম্মাননা পদক গ্রহণ করছেন জনাব এইচ. এম. শাহীদুল্লাহমান খুইয়া।



মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং উপাধ্যক্ষ

কী



সাবেক মন্ত্রণা ও প্রাশি সম্পদ মন্ত্রী বাবু সতীশ চন্দ্র বাঘ এম.পি.র নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে "স্বর্গহীত চিহ্ন স্মৃতি" সম্মাননা পদক গ্রহণ করছেন জনাব এইচ. এম. শাহীদুল্লাহমান খুইয়া।



বিচারপতি মোঃ জব্বারুল আবেদিন এম.পি.র নিকট হইতে "মহান মে নিবাস" সম্মাননা পদক গ্রহণ করছেন জনাব এইচ. এম. শাহীদুল্লাহমান খুইয়া।

স

অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যক্রম



বিনাশয় গ্রামে দেশ বরেন্দ্রা চিত্রশিল্পী জনাব কাইয়ুম চৌধুরী স্বরূপে মিশান ও সোরা মাহফিল-এ অর্থমন্ত্রী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান



অমর একুশে অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান ও সহ-কর্মীবৃন্দ



বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অর্থমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এর সাথে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী



মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নহিদ এর নিকট থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীর ইক্টার ক্লাব ফেটিং মিট চ্যাম্পিয়ান পুরস্কার গ্রহণ



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর নিকট থেকে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীর রোল বল ওয়ার্ল্ড কাপ পুরস্কার গ্রহণ



বাংলাদেশ ট্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশন-২০১৯ চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা থেকে ত্রয় পুরস্কার গ্রহণ করছে শিক্ষার্থী অরিয়া ইসলাম নূর



মাননীয় স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী এবং মাননীয় মেম্বর সদ্দিন হোসেন মুজিব উদ্যমে শিক্ষার্থীদের বল করে নিচ্ছেন

অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যক্রম



প্র



নবীন বরণ অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও অধ্যক্ষ



প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এর নিকট হইতে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় "সন্মাননা-২০১৭" গ্রহণ করছেন অধ্যক্ষ, শারীমা আক্তার

স



সাফির আইডিয়াল কলেজ এর স্তম্ভ উদ্বোধন করছেন, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও অধ্যক্ষ



নবীন বরণ অনুষ্ঠানে পুরাতন অভিভাবক নতুন অভিভাবকদের বরণ করে নিচ্ছেন

পে



প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ মহোদয় প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত চেয়ারম্যানকে ফুল দিয়ে অভিনন্দনা জানাচ্ছেন



প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে অভিভাবক সম্মানিত চেয়ারম্যানকে অভিনন্দনা উপহার দিচ্ছেন

কী



চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রভাষক ও শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ



নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত চেয়ারম্যান অভিভাবকদের বরণ করে নিচ্ছেন

স

অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যক্রম



প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ বিজ্ঞান মেলায় বিভিন্ন প্রজেক্ট পরিদর্শন করছেন



পাঠ্যপুস্তক উৎসবে শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বছরের বই বিতরণ করছেন সম্মানিত চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণ

সম্মানিত চেয়ারম্যান এর নিকট হইতে বিজ্ঞান মেলায় বিজয়ী প্রতিযোগীর পুরস্কার গ্রহণ



বিজ্ঞান মেলায় বিভিন্ন প্রজেক্ট-এ ছাত্র/ছাত্রীদের অংশগ্রহণ



লাইব্রেরিতে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ

গবেষণাগারে পরীক্ষণরত শিক্ষার্থীবৃন্দ



প্র



রসায়ন ল্যাব



পদার্থ বিজ্ঞান ল্যাব

স



জীববিজ্ঞান ল্যাব



পে



কম্পিউটার / ICT ল্যাবে অধ্যয়নরত ছাত্র



কী

স



কম্পিউটার / ICT ল্যাবে অধ্যয়নরত ছাত্রী





শিক্ষা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদানের জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা

প্র

স

পে

ক্টা

স



শিক্ষা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদানের জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননায় সম্মানিত হয়েছেন
জনাব এইচ. এম. শাহীদুজ্জামান ভূঁইয়া, চেয়ারম্যান, সাফির আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ।

বার্ষিক বনভোজন এর স্থান ও কয়েকটি মুহূর্ত



বার্ষিক বনভোজন-২০১৪, ২০১৯



বার্ষিক বনভোজন-২০১১



বার্ষিক বনভোজন-২০১২, ২০১৮



বার্ষিক বনভোজন-২০১৩



বার্ষিক বনভোজন-২০১৬



বার্ষিক বনভোজন-২০১৭

প্র

স

পে

ক্টা

স



শিশুরা জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে

সমালোচনার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে কেবল নিন্দা করতে শেখে।

শত্রুতার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে কেবল হানাহানি করতে শেখে।

বিদ্বেষের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে কেবল লাঞ্ছন হতে শেখে।

কলঙ্কের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে কেবল অপরাধবোধ শেখে।

ধৈর্যের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে সহিষ্ণুতা শেখে।

উদ্দীপনার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে আত্মবিশ্বাসী হতে শেখে।

প্রশংসার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে মূল্যায়ন করতে শেখে।

নিরপেক্ষতার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে ন্যায়পরায়ণতা শেখে।

নিরাপত্তার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে বিশ্বাসী হতে শেখে।

অনুমোদনের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে নিজেকে ভালবাসতে শেখে।

স্বীকৃতি আর বন্ধুদের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে শিশু পৃথিবীতে ভালবাসা বুঁজে পেতে শেখে।





শিক্ষা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদানের জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা

প্র

স

পে

ক্টা

স



শিক্ষা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদানের জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননায় সম্মানিত হয়েছেন
জনাব এইচ. এম. শাহীদুজ্জামান ভূঁইয়া, চেয়ারম্যান, সাফির আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ।